সূচনা ঃ বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশের মধ্যে অন্যতম। আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি, যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৩৪ জন লোকসংখ্যা বসবাস করে। মাথাপিছু জমির পরিমান কম। অর্ধেকের মত লোকজন ভূমিহীন। ক্রমাগত শহরায়নের কারনে প্রতিদিনই চাষাবাদ যোগ্য জমির পরিমান আশংকাজনক হারে কমে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় সময়ের প্রয়োজনে আমাদের চাষী ভাইদের কে অল্প জমিতে অধিক ফসল ফলানোর দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। আর এ জন্য আবাদী জমির উপর চাপ বেশি পড়ার কারনে আবাদি জমির উর্বরা শক্তি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। পরিনতিতে অধিক হারে রাসায়নিক সার ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। আদর্শ মাটিতে শতকরা তিন ভাগের বেশি পরিমানে জৈব পদার্থ থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের ৬২ ভাগ আবাদি জমিতে জৈব পদার্থের পরিমান এক ভাগ বা তার নিচে। যা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক আশুনি সংকেত।

আমাদের লক্ষ্য রাসায়নিক সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয় বরং চাষী ভাইদেরকে সচেতন করা। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে তাদের আয়ের প্রধান উৎস আবাদি জমির যে করুন অবস্থা তৈরী হচ্ছে তা থেকে কিভাবে উত্তরণের উপায় বের করা যায় তা ঠিক করা। উন্নত বিশ্বে রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসাবে জৈব সারের ব্যবহার বহু আগেই শুরু হলেও আমাদের দেশে তা খুবই নগন্য অবস্থায় রয়েছে। তবে আশার কথা এই যে, সম্প্রতি সরকারের কিছু সময়উপযোগী সিদ্বান্ত ও কৃষি সম্পর্কীয় সকল সংস্থা প্রায় একযোগে কাজ শুরু করেছে জনসচেতনতা বাড়াতে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মিডিয়া অর্থাৎ রেডিও, টিভি, খবরের কাগজ এবং ইন্টারনেট এর বিভিন্ন ওয়েভ সার্ভিস ও ইনফরমেশন আমাদের সকলকে সচেতন করে তুলেছে জৈব সারের ব্যবহার প্রসঙ্গে। আরো একটি বিষয় না বললেই নয় আমাদের মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বেশকিছু নিরলস ও নিবেদিত প্রান উপ-সহকারি কৃষি অফিসার ও কৃষিবিদ এর অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদেরকে অনুপ্রানীত করেছে জৈব সার (সিডি ভার্মি কম্পোস্ট/কেঁচো সার) তৈরী ও বিপনন করার জন্য ।

ভার্মি কম্পোস্ট কি?

একদম সহজ ভাষায় ভার্মি কম্পোস্ট হচ্ছে কেঁচো যে সকল খাবার গ্রহন করে এবং তা কেঁচোর পরিপাকতন্ত্র হয়ে যে বর্জ্য বের হয়ে আসে- এই বর্জ্যই ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার। প্রায় পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই প্রকৃতির এই নগন্য প্রাণী কেঁচো নিঃশব্দে আমাদের খাদ্যের যোগান এর প্রধান উৎস আবাদি জমির উপকার করে চলেছে। কৃষির উন্নয়নের সাথে যে সকল বিষয় ওতোপ্রতভাবে জড়িত তার সকল কিছুই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আবাদি জমির প্রাণশক্তি চুষে নিচ্ছে। এমতবস্থায়

আমাদেরকে আবারও ফিরে যেতে হচ্ছে প্রকৃতির নগন্য প্রাণী কেঁচোর কাছে যার কর্ম পদ্ধতিই আমাদেরকে কৃষি কাজ করতে শিখিয়েছিল ।

কেঁচোর প্রকৃতিঃ

প্রকৃতিতে বিচরণ ভিত্তিক দুই রকমের কেঁচো আছেঃ

০১ । এন্ডোজিক বা ডিগার বা মাটির বিচরণকারী ছায় রং এর কেঁচো যেগুলো প্রধানত মাটি খেয়ে থাকে প্রকৃতিতে এ জাতের প্রায় ১৯০০ প্রজাতির কেঁচো আছে । এরা কেঁচো সার উৎপাদন করে না । তবে মাটির অন্যান্য ভৌত ও জৈব গুনের উন্নতি সাধন করে ।

০২ । এপিজিক বা বারোয়ার বা আইসোনিয়া ফিটিডা বা রেড ওয়েগলারস বা মাটির উপরি স্তরে বিচরণকারি লাল রং এর কেঁচো যেগুলি প্রধানত আংশিক পচাঁ জৈব পদার্থ খায় । প্রকৃতিতে এ এজাতের প্রায় ১২০০ প্রজাতির কেঁচো আছে । এদের প্রায় অর্ধেক প্রজাতি কেঁচো সার উৎপাদন করে কিন্তু ১০/১২টি প্রজাতি উৎকৃষ্ট এবং খুবই কার্যকর । এই প্রজাতির কেঁচো অতি অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক প্রজননে সক্ষম এবং জন্মের পর থেকে খাদ্র গ্রহন শুরু করে, শুধু তাই নই অতি অল্প দিনেই এই প্রজাতির কেঁচো পূনপ্রজননে সক্ষম হয়ে ওঠে ।

ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ঃ

০১ । গোবর (কমপক্ষে ৬০ দিন বয়সের আংশিক পঁচা গোবর) ।

০২ । চাড়ি বা নান্দা বা রিং বা হাউজ এক ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ।

০৩ । নেট ।

০৪ । ঝর্ণা পানি ছিটানোর জন্য ।

০৫ । নির্দিষ্ট প্রজাতির কেঁচো ।

০৬ । চালুনি ।

০৭ । বেলচা ।

উৎপাদন পদ্ধতিঃ

০১ । সংগৃহিত নান্দা বা চাড়ি বা হাউজ এর ধারন ক্ষমতা অনুযায়ী পরিমানমত কাঁচা গোবর সংগ্রহ করে পলিথিন/মেঝের উপর একত্রে ৬০ দিন গাদা করে পলিথিন বা চট দিয়ে ঢেকে রাখুন । এসময়ে গোবর আংশিক পচেঁ যাবে এবং গোবরের কাঁচা র্দুগন্ধ থাকবে না ।

০২ । আংশিক পঁচা গন্ধহীন গোবর চাড়ি বা নান্দার দুই ইঞ্চি খালি রেখে ভরে দিতে হবে ।

০৩ । নির্দিষ্ট প্রজাতির গোবর খাদক কেঁচো সংগ্রহ করে গোবরের উপর ছেড়ে দিতে হবে

এবং হালকাভাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে । পানি বেশি হলে যেমন কেঁচো মারা যাবে তেমনি পানি শুকিয়ে গেলেও কেঁচো মারা যাবে্ ।

০৪ । শত্রু থেকে রক্ষার জন্য চাড়ি বা নান্দা বা হাউজ নেট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে । শত্রুসমূহঃ পিপড়া, উইপোকা, মুরগী, ব্যাঙ, ছুচো, টিকটিকি, ইদুর, চামচিকা, হাঁস ও বিভিন্ন ধরনের পাখি ।

০৫ । কেঁচোর সংখ্যার উপরে নির্ভর করে সার তৈরী হওয়ার সময় । তবে ২০০ (দুইশত) কেজি গোবর খাওয়ানোর জন্য ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কেঁচো ছাড়লে এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলে ২৫-৩০ দিনে ১০০ কেজি ভার্মি কম্পোষ্ট বা কেঁচো সার তৈরি হবে ।

০৬ । চাড়ি বা নান্দার উপর চটের ঢাকনা দিলে । কেঁচো স্বাভাবিক নিরাপত্তা বোধ করে এবং কার্যকালাপ স্বাভাবিক রাখে ।

০৭ । গোবরে কেঁচো ছাড়ার পর ঘন ঘন গোবর নাড়াচাড়া করলে কেঁচো স্বাভাবিক নিরাপত্তা হারায় ও স্বাভাবিক কার্যকালাপ থেকে বিরত থাকে ।

০৮ । চাড়ি বা নান্দার ভিতর পিপড়া বা অন্য কোন পোঁকা মারার জন্য কীটনাশক, বিলিচিং পাউডার, পেট্রল, কেরসিন ইত্যাদি কিছুই ব্যবহার করা যাবে না ।

০৯ । দিন রাত সব সময় আলো থাকে এমন স্থানে চাড়ি বা নান্দা বা হাউজ স্থাপন করা যাবে না । স্থানটি অবশ্যই নিষ্কাসন যোগ্য হতে হবে ।

১০ । হাইওয়ে রাস্তা বা কম্পন সৃষ্টিকারি কোন কারখানার খুবই কাছে নান্দা বা চাড়ি অথবা হাউজ বসানো যাবে না ।

১১ । চালুনি দিয়ে সার চালবার সময় যদি দেখা যায় যে, হাউজে নির্দিষ্ট প্রজাতি ছাড়া অন্য প্রজাতির কেঁচো আছে তবে এই কেঁচো পরবর্তীতে সার তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে না ।

ভার্মি কম্পোষ্ট বা কেঁচো সারের বৈশিষ্ট্য ঃ

১. এটি একটি সম্পূর্ণ সার, খুবই কার্যকর ও উন্নত মানের এবং পরিবেশ বান্ধব জৈব সার যা মাটির স্বাস্থ্য সূরক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখে এর মধ্যে গাছের অত্যাবশ্যকীয় ১৭ টি খাদ্য উপাদানের প্রায় ১০-১২ টি উপাদান বিদ্যমান ।

২. পুষ্টি উপাদান ছাড়াও এর মধ্যে গাছের অত্যাবশ্যকীয় বেশ কয়েকটি হরমোন ও এনজাইম থাকে যা গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ফলের বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ও অন্যান্য গুণগত মান উন্নয়নে সহায়তা করে ।

৩. কেঁচো সার ব্যবহার করলে মাটির ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক গুণ উন্নত হয়, পানি ধারণ ক্ষমতা, অনুজীবের ক্রিয়া ও পুষ্টি উপাদানের সহজ প্রাপ্যতা ও সেচের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ।

৪. কেঁচো সার বীজের অঙ্কুরোদগম সহায়ক ও বীজ ভালো গজায় ।

৫. কেঁচো সার পরিবেশ সহায়ক । ইহা ব্যবহারের ফলে মাটির স্বাস্থ্য পূনরুদ্ধার হয়, গাছের শিকড় বেশি দূর ছড়াতে পারে ।

৬. কৃষক নিজেই নিজের প্রয়োজনীয় সার উৎপাদন করতে পারে । যার জন্য ফসল আবাদের খরচ কমে আসে । এবং সার আমদানীর জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হতে হবে না । সুতরাং আমদানী খরচ ও কমে যাবে ।

৭. কেঁচো সার দ্বারা উৎপন্ন ফসলের স্বাদ ও মান রাসায়নিক সার দ্বারা উৎপন্ন ফসলের চেয়ে বেশি হওয়াই উৎপাদিত ফসলের দাম বেশি পাওয়া যায় । এবং সারা পৃথিবীতে এ সার দ্বারা উৎপাদিত ফসলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে ।

৮. কেঁচো সার সব ধরনের ফসলে ব্যবহার করা যায় ।

ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচো সার এর পুষ্টি মান ঃ

ভার্মি কম্পোষ্ট এ কোন পুষ্টি উপাদান কতটুকু থাকবে তা নির্ভর করবে কোন কোন জৈব উপাদান কি পরিমাণ ব্যবহার করা হল, কোন প্রজাতির কেঁচো ব্যবহার করা হল, কোন পদ্ধতি অনুসরন করা হল এবং কোন মৌসুমে উৎপাদন করা হল ইত্যাদির উপর । সাধারন ভাবে বলা যায় যে, সব জৈব পদার্থ সমূহ দিয়ে সাধারণ কম্পোষ্ট তৈরীর পরিবর্তে ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরী করলে এর পুষ্টি মান ৭-১০ গুণ বেড়ে যায় । মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগারে রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এর মধ্যে -

জৈব পদার্থ ২৮.৩২%	নাইট্রোজেন ১.৫৭%	ফসফরাস ১.২৬%
পটাশিয়াম ২.৬০%	ক্যালশিয়াম ২.০০%	ম্যাগনেশিয়াম ০.৬৬%
গালফার ০.৭৪%	আয়রন ৯৭৫ পিপিএম	ম্যাংগানিজ ৭১২ পিপিএম
বোরন ০.১৬%	জিঙ্ক ৪০০ পিপিএম	কপার ২০ পিপিএম

পাওয়া গিয়েছে । উল্লেখ্য উপরে বর্ণীত অবস্থার প্রেক্ষিতে এই হার সামান্য তারতম্য হতে পারে ।

ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচো সার এর ব্যবহার পদ্ধতি ঃ

১. কেঁচো সার সব ধরনের ফসলে ব্যবহার করা যায় ।

২. চাষ দিয়ে জমি তৈরি করার সময় পরিমাণ মত কেচোঁ সার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

৩. কেঁচো সার ব্যবহার এর ক্ষেত্রে প্রথম বছর উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। ২য় বছর এর দুই তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয় বছরে অর্ধেক প্রয়োগ করতে হবে। কেঁচো সার রাসায়নিক সারের পরিপূরক কাজেই শুধু মাত্র কেঁচো সার ব্যবহার করলে উচ্চ ফলনশীল জাতের ফলন কাঙ্খিত মাত্রায় পাওয়া যাবে না, তাই মাটির অবস্থা ও ফসলের চাহিদা বুঝে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। তবে নিয়মিত কেঁচো সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়ে দিলেও কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যাবে। এবং আবাদি জমির উর্বরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

৪. ফসল অনুযায়ী কেঁচো সার ব্যবহারের পরিমাণ নিম্নরুপ ঃ

ফসলের নাম	প্রয়োগ মাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
ধান, গম, পাট	৩-৫ কেজি প্রতি শতক	জমি তৈরীর সময়
আলু, কচু,পিয়াজ, মরিচ,ভুট্টা, হলুদ, ফুলকপি, বাধাকপি, ওলকপি, টমেটো, আখ, শাক সবজি	৫-৮ কেজি প্রতি শতক	জমি তৈরীর সময়
ফলদ ও বনজ বৃক্ষ	চারা অবস্থায় ১-২ কেজি প্রতি গাছ, বয়স্ক গাছে ৫-১০ কেজি প্রতি গাছে।	জমি তৈরীর সময়
কলা, পেঁপে, ওল	২-৩ কেজি প্রতি গাছ	গাছের চারিদিকে পরিখা করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে
লাউ, কুমড়া, চিচিঙ্গা, শসা, ঝিঙ্গা, উচ্চে, করল্লা, শিম, পটল, কাকরোল	৫০০ গ্রা: - ১ কেজি প্রতি মাদা	মাদা তৈরীর সময়
পানবরজ, আনারস	৩-৫ কেজি প্রতি শতক	মাটি দেওয়ার সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে
মৌসুমি ফুল	১০-১৫ কেজি প্রতি শতক	জমি তৈরীর সময়

এছাড়া মাছের আদর্শ খাবার হিসাবে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের পুকুরে ও চিংড়ি ঘেরে ব্যপক হারে কেঁচো সার ব্যবহার হচ্ছে।

ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচো সার এর গুরুত্ব ঃ

১টি গরু থেকে প্রতিদিন গড়ে ১০ কেজি হিসাবে ৩০ দিনে ৩০০ কেজি গোবর পাওয়া যায়। উক্ত পরিমাণ গোবর কেঁচো দিয়ে খাওয়ালে ১২৫ কেজি ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচো সার তৈরী হয়। যাহার বাজার মূল্য ১৫ টাকা কেজি দরে ১২৫×১৫=১৮৭৫/= টাকা। সুতরাং একটি গরুর গোবর থেকে বৎসরে ১৫০০ কেজি ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচো সার উৎপাদিত হয়। অতএব ১টি মাত্র গরুর গোবর থেকে বৎসরে ২২৫০০/= টাকা আয় করা সম্ভব।

আবার

কেঁচোর বংশ বৃদ্ধি চক্রাকার হওয়ায় প্রতি ৩ মাসে কেঁচোর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং বৎসরে ১৬-৪০ গুন বৃদ্ধি পায় । অতএব বিনিয়োগকৃত মূলধন বৎসরে ১৬-৪০ গুণ বেড়ে যেতে পারে। অতএব প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়নে একদিকে যেমন উন্নত মানের পরিবেশ বান্ধব জৈব সার পাওয়া যাবে অন্যদিকে কেঁচোর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ও বাংলাদেশের প্রতিটি বাড়ি জৈব সার তৈরীর কারখানায় পরিণত হবে। কৃষক নিজের প্রয়োজনীয় সার নিজেই উৎপাদন করতে পরবে আর তখনই আমাদের আবাদি জমি তার প্রাণ ফিরে পাবে। পক্ষান্তরে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজন স্বার্থক হবে।

****** ধন্যবাদ ******

.....

.....

প্রচারে ঃ আদর্শ সিডি ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচো সার উৎপাদন ও সম্প্রসারণ খামার, আমঝুপি, নীলকুঠি, মেহেরপুর।

ও

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

‡Ku‡Pv mvi e¨envi Kwi AwaK dmj N‡i Zzwj|

বাণিজ্যিক ভাবে কেঁচো সার উৎপাদনের সম্ভব্য বাজেট

উপস্থাপন

এম,এস, কুতুব উদ্দীন

উপ-সহকারী কৃষি অফিসার

মেহেরপুর সদর

ও

তত্বাবধায়কঃ সি,ডি ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচো সার

আমঝুপি নীল কুঠি

মোবাইল নং- ০১৭২২৪২৪৬১৮

www.vermicompostbd.com

E-mail: kutub0407@gmail.com

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ

১. জমি ৩ শতক ।
২. সার উৎপাদন হাউজ ।
৩. গবর সংরক্ষণ হাউজ ।
৪. সার প্রক্রিয়াজাত করণ স্থান ।
৫. ঝরণা (পানি দেওয়া) ।
৬. চালুনি ।
৭. বেলচা ।
৮. বালতি ।
৯. কেঁচো

বর্ণনাঃ

জমির ধরণঃ

১. সমতল
২. বন্যা মুক্ত
৩. শব্দ ও কম্পণ মুক্ত
৪. নিরিবিলী পরিবেশ

সার উৎপাদন হাউজঃ

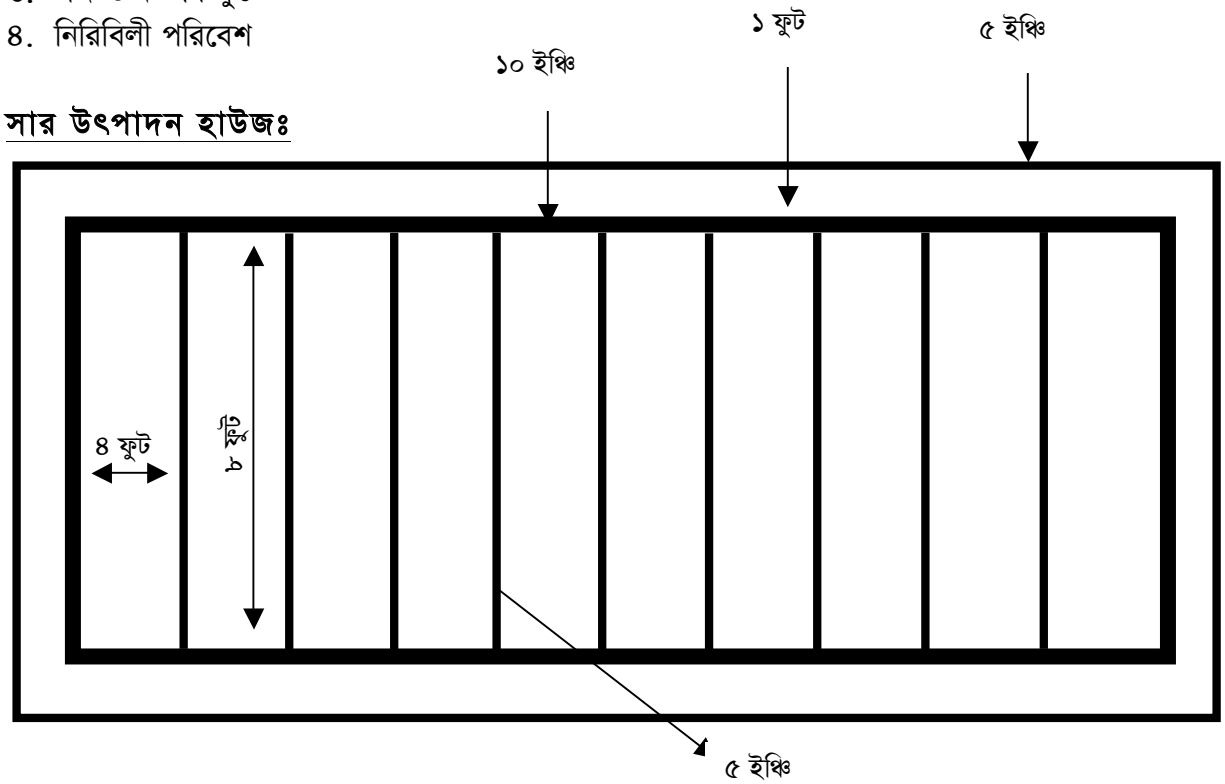

নির্দেশনা ঃ বাহির সাইডের ৫ ইঞ্চি নির্দেশিত ওয়ালটি মাটির উপরে ৩ ফুট এবং নিচে ১ ফুট গভীরে থাকবে ।
নির্দেশনা ঃ ১ এক ফুট নির্দেশীত স্থানটি পানির নালা হিসেবে ব্যবহারিত হবে ।
নির্দেশনা ১ ঃ ১০ ইঞ্চি নির্দেশীত স্থানটি কেঁচো হাউজের মুল স্থাপনা নালার নিচ থেকে ২ ফিট উপরে উঠবে । এর ফিট বালুদ্বারা ভরাট করে ১ ফিট খালি থাকবে ।

সার প্রক্রিয়াজাত করণ হাউজ

গবর সংরক্ষণ হাউজ

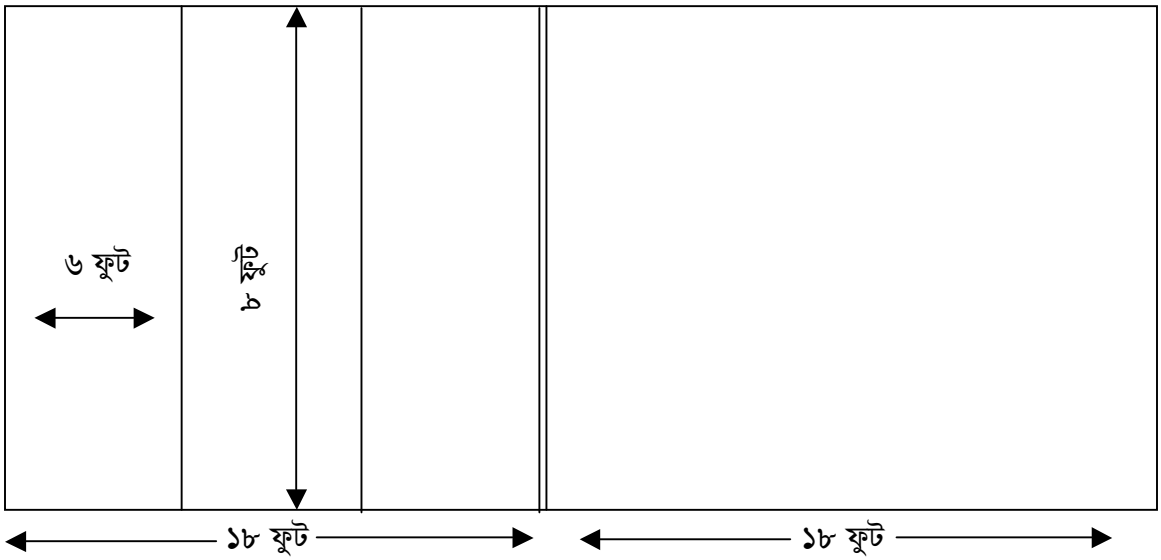

নির্দেশনা ঃ গবর সংরক্ষণ হাজউ ও সার প্রক্রিয়াজাত করণ হাউজের চারিধারের প্রাচির ৫ ইঞ্চি গাথুনি বিষ্ট ৪ ফুট উচ্চতা হইবে।

সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও ব্যয়ঃ

১. ইট - ১০,০০০ হাজার × ৬/-	= ৬০,০০০/-
২. লোকাল বালু, উন্নত বালু	= ২৫,০০০/-
৩. সিমেন্ট -৪০ ব্যাগ × ৪৮০/-	= ১৯,২০০/-
৪. টিন - ১০ বান × ৪,৫০০/-	= ৪৫,০০০/-
৫. বাঁশ - ১২০টি × ২০০/-	= ২৪,০০০/-
৬. নেবার খরচ	= ৩০,০০০/-
৭. অন্যান্য	= ১৫,০০০/-
সর্ব মোট	= ২,১৮,২০০/-
ঝরর্ণা মূল্য ঃ	= ৫০০/-
চালুনি	= ৫০০/-
বেলচা	= ৫০/-
বালতি	= ২০০/-
কেঁচো = ১ লক্ষ × ২/-	= ২,০০,০০০/-
সর্বমোট স্থায়ী ব্যয়	= ৪,১৯,৪৫০/-

গবর সংরক্ষণ ঃ প্রতি ১ বর্গফুটে ১৪.৫ কেজি গবর থাকে। ১৮×৮ ×৩ = ৪৩২ বর্গফুটে ৬,২৬৪ কেজি কাঁচা গবর থাকবে। প্রতি কেজি ৫০ পয়সা হিসাবে ক্রয় করিলে = ৩,১৩২/- লাগবে।

গবর পরিবহনঃ	= ১৮০০/-
লেবারঃ	= ১৮০০/-
মোট খরচ	= ৬৭৩২/-

৬০ দিন গাদা করে রাখলে ৩৬% ময়েচার কমে যাবে। তখন ২২৫৫ কেজি গবর কমে যাবে। অতএব ৬২৬৪-২২৫৫ = ৪,০০৯ কেজি মিথেন মুক্ত গবর পাওয়া যাবে।

সার উৎপাদন হাউজের প্রতিটি ৩২ বর্গফুট × ১০ = ৩২০ বর্গফুট, উক্ত ১০ টি হাউজে প্রতি বর্গফুটে ১২.৫ কেজি মিথেন মুক্ত গবর হিসেবে ৪০০ কেজি গবর লাগবে। সংরক্ষণ হাউজ থেকে মুল হাউজে নেওয়ার জন্য লেবার লাগবে ৪টি ×৩০০/- = ১২০০/- টাকা।

মোট অস্থায়ী ব্যয় ঃ ৬৭৩২+১২০০ = ৯,১৩২/-

নীট ব্যয় = ৪,২৮,৫৮২/-

কেঁচোর নির্দেশনা ঃ হাউজে দেওয়া মিথেন মুক্ত গবর এর উপর কেঁচো ছেড়ে দিলে (প্রতি বর্গফুটে ৩১৩ টি কেঁচো লাগবে)। কেঁচো গবর খেয়ে পায়খানা করলে ১২% কমে যায়। সেই হিসেবে ৩০ দিন পর প্রতি হাউজ থেকে ৩৫২ কেজি কেঁচো সার পাওয়া যাবে।

বিঃ দ্রঃ (৩০ দিনে উক্ত সার পাওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ থাকা বাঞ্চনীয়)

অতএব, ১০টি হাউজে ৩৫২×১০	= ৩৫২০ কেজি
প্রতি কেজির বাজার মুল্য ১৫ টাকা দরে = ৩৫২০×১৫	= ৫২৮০০/- টাকা
অতএব ১২ মাসে ৫২৮০০×১২	= ৬,৩৩,৬০০/-
প্রতি মাসের অস্থায়ী ব্যয়	= ৯,১৩২
অতএব, ১২ মাসে ৯,১৩২×১২	= ১,০৯,৫৮৪/-
অতএব, **নীট আয় = ৬,৩৩,৬০০- ১,০৯,৫৮৪/-**	**= ৫,২৪,০১৬/-**

কেঁচোর বংশ বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যঃ

কেঁচো প্রতি ৩ মাসে গড়ে প্রায় দ্বিগুন হয়। সেই হিসাবে ১,০০,০০০ কেঁচো ৩ মাসে হবে ২,০০,০০০/-

পরবর্তী ২,০০,০০০ কেঁচো ৩ মাসে ৪,০০,০০০ হবে

পরবর্তী ৪,০০,০০০ কেঁচো ৩ মাসে ৮,০০,০০০ হবে

পরবর্তী ৮,০০,০০০ কেঁচো ৩ মাসে ১৬,০০,০০০ হবে

এক্ষেত্রে দেখা গেচে মুল ধন ১ বছরে ১৬ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপসংহারঃ উক্ত প্রকল্পটি আমাদের দেশের আবাদী জমির জৈব পর্দাথের পরিমান বাড়াতে সহায়ক হবে।